ধ্রুবতারা

অঞ্জনা রেজ

বাজারের থলেটা স্যাঁতসেতে রান্নাঘরে নামিয়ে রাখার সময় একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ল রায়ানের। আকাশ ছোঁয়া বাজার দর, বেশ কিছুদিন যাবৎ রায়ান ফ্রাসট্রেশনে ভুগছিল। সামান্য কারখানার চাকুরি। বেতন খুবই সামান্য কিন্তু সংসারের সদস্য সংখ্যা কম নয়। বৃদ্ধ বাবা মা, একটি বেকার ভাই, এক নাবালিকা বোন তদুপরি স্ত্রী এবং এক ছেলে। এই সাত জনের সংসারে উপার্জন করে মাত্র দু'জন। রায়ান চৌধুরি এবং তার স্ত্রী তমসা চৌধুরি। দু'জনেই সামান্য একটি প্লাস্টিক কারখানার কর্মী। মাস গেলে আয়ের অঙ্কের তুলনায় খরচের অঙ্কই অনেক বেশি হয়ে ওঠে। ফলে সংসারে লক্ষ্মীর তুলনায় অলক্ষ্মীর আনাগোনাই বেশি ঘটে।

'ব্যাগ' রাখার শব্দ শুনেই বৃদ্ধ বাবা শান্তনু চৌধুরি বললেন, 'আমার ওষুধগুলো এনেছিস তো?' পাশের ঘর থেকে মা বলে উঠলেন--' খোকা, আমার পান, সুপারি, দোক্তা আর ঠাকুরের ফলফুল আনতে ভু লিসনি তো, বাবা'। দশ বছরের ছেলে সন্তু পড়ার বই হাতে নিয়ে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল--'বাবা, এ বাবা, আমার চারটে খাতা আর দু'টো পেন এনেছো তো? আর আমার টিফিনের কেক এনেছো? রোজ রোজ টি তরকারি খেতে একদম ভাল লাগে না।' বাজার যাবার সময় তমসা বলেছিল-- 'যদি পার আজ একটু ছোট মাছ নিয়ে এসো।' কতদিন আর সবাইকে নিরামিষ খেতে দেওয়া যায়। এই মুহূর্তে তমসা রান্নাঘরে বাজারের থলে খুলে হতাশ সুরে বলল--তুমি এই এনেছো? কাল যে অফিস থেকে এসে কিছু টাকা দিলাম--রায়ান কি বলবে বুঝ তে পারছে না। হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য চেঁচিয়ে বলল--তমা,অফিস নয়,কারখানা বল। এক্ষেত্রে তমা মাঝে মধ্যে অবশ্যই ভুল করে থাকে। ছোটবেলা থেকে বাবা দাদাদের অফিসে চাকুরি করতে দেখে কারখানার পরিবর্তে অফিস্ শব্দটাই বেশি রপ্ত করে ফেলে ও।

বাড়ির সবার অমতে জোর করেই তমসা রায়ানকে বিয়ে করেছিল। এমন 'হা ঘরে' অবস্থার ছেলের সঙ্গে কোন বাপ-মাই তাদের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় না। তাছাড়া জাত পাতের ব্যাপারেও তাদের মানামানি ছিল ফলে বাপের বাড়ির সঙ্গে সব কম্পর্ক ঘুটিয়ে দিয়ে তমসা রায়ানকে জীবনসঙ্গী করেছিল। জাত ব্রাহ্মণ না হলেও, সংসারের অর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও, রায়ান ছিল আদর্শবান, নীতিবান যা তমসাকে মুগ্ধ করেছিল। ওর আদর্শের জন্য নীতিবোধের জন্য তমসা ওকে গভীর শ্রদ্ধা করত। বিয়ের পর রায়ানকে কিছুটা হালকা করার জন্য ও নিজেই এই সংসারের হাল ধরেছিল। রায়ানের কারখানাতেই একটা কাজ জোগাড় করে নিয়েছিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নি।

গতকালের তমার জমানো টাকার অঙ্কের তুলনায় বাড়ির সবার চাহিদা এত বেশি ছিল যে রায়ান কোন মতেই সবদিক সামলে উঠতে পারছিল না। ফলে আজ ও ঢ্যাড়স আলু, উচ্ছে ছাড়া অন্য কিছু আনতে পারেনি। তখন আবার তমসাকে সব কিছুর হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে--ভাবলেই ক্লান্ত লাগে। হতভাগ্য রায়ান চৌধুরি। এই সংসারের হাল ফেরাবার জন্য কত কী-ই না করেছে। সকালআটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কারখানায় কাজ। তারপর সেখানেই হাত মুখ ধুয়ে তমার দেওয়া টি তরকারি খেয়ে, একটা দোকানে খাতা লেখার পার্ট টাইমের কাজ। সন্ধে ছ'টা থেএক রাত সবার অনেক অনেক অভিযোগ--এটা নেই, ওটা নেই--শুধু নেই আর নেই।

শ্যামবাজার এলাকায় ছোট্ট ঘিঞ্জি গলির মধ্যে অতি পুরানো একটা বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। মাস শেষ হতে না হতেই বাড়িওয়ালার তাগাদা, ছেলের স্কুলের বেতন, দুধওয়ালার বিল, লাইটের বিল, রেশন, বাজার, বৃদ্ধ বাবা মার ওষুধপত্র--এসব মেটাতে মেটাতেই বেতনের টাকা প্রায় শেষ। একেবারে নাজেহাল অবস্থা। প্রতি মাসেই এক অবস্থা। ছোট ভাই রিদ্‌ম চাকুরির জন্য ঘোরাঘুরি করচে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছে না। দু'একটা নিচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াচ্ছে এবং তা দিয়েই নিজের হাত খরচ চালাচ্ছে ও। মাসের শেষে কটা দিন তো খুবই শোচনীয়।

এত অভাব অনটনের মধ্যে রায়ান মানসিক দিক থেকে ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। কি করলে যে আর একটু ভাল থাকা যাবে তা ভেবে ঠি ক করতে পারছে না। হতাশা ওকে ক্রমশঃ কুরে কুরে খাচ্ছে। তমসার জন্য ওর বড় কষ্ট হয়। কত কষ্টের মধ্যেও তমা হাসিমুখে সব কিছু মেনে নিচ্ছে। 'ও' জানে একদিন সংসারের চাকা ঘুরবেই। বেকার দেওর কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই চাকুরি পাবে। একদিন ননদেরও বিয়ে যাবে। দশ বছরের সন্তুও দশে থেমে থাকবে না। বড় হবে, মানুষ হবে, আদর্শবান বাবার আর্দশ ছেলে হয়ে উঠবে। সেদিনের আশায় তমসা আজ সব দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে মেনে নিয়ে সংসারের বোঝা বয়ে চলেছে। গর্ব একটাই,অভাব আর সততার মিতালী । আদর্শবান রায়ানের আজ মনে হচ্ছে তমার সব কিছুর মধ্যে সার পদার্থটুকু খুঁজে সে পেয়েছে। তা হল অর্থ । কিন্তু সেই একান্ত কাম্য বস্তুটি পাবার 'পথটা' খুঁজে পাচ্ছে না। সেই পথের সন্ধানে সে আজ পথহারা।

গড়িয়ে গেল কটা বছর। অভাবে অনটন বাড়ল বৈ কমল না। ছাই ভরা অ্যাসট্রের দিকে তাকিয়ে তমা চমকে উঠল--একি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি? রায়ান গম্ভীরভাবে উত্তর দিল--না, ঘুম এলো না। তমসা জানতে চাইল--কী হয়েছে তোমার? ক'দিন যাবৎ দেখছি সময়মতো খাচ্ছ না, ঘুমোচ্ছ না? ছট্‌ফট্‌ করছ কেন? না--কিছু হয়নি। বলে--শার্ট গলিয়ে বেরিয়ে গেল রায়ান।

দিনটা ছিল রোববার। খুব সকালে রায়ান বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তমা ঘুম থেকে উঠে ধীরে সুস্থে ছেলেকে তুলে স্কুলের হোমটাস্ক করিয়ে, স্নান সেরে, রান্না ঘরে ঢুকল ঠিকই কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তির ঝড় বইছে। রায়ান এত সকালে কোথায় গেল? খুব সম্ভবত স ও বোধ হয় আবার কোন নূতন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সত্যি খুব কষ্ট হয় তমার রায়ানের জন্য। এই সংসারের জন্যওর চিন্তার শেষ নেই। সৎ পথে থেকে, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সবার মুখে হাসি দেখতে চায় ও। এত সৎ আদর্শবান ছেলে তমার স্বামী। ভাবতেও ভাল লাগে। এখন মাসের একেবারে শেষ দিক। ফলে জমানো পয়সার ভাঁড় ভেঙ্গে রিদমকে দিয়ে যেটুকু বাজ ার করিয়ে এনেছে--তা দিয়েই রান্নারকাজ সারছে তমসা।

রান্নাঘর থেকে বেশ কয়েকবার 'শম্পা'কে ডাকার পরও সাড়াশব্দ না পেয়ে তমসা মনে মনে ভাবল শম্পা এখন স্বাধীন হয়ে উঠেছে। তাকে না বলেই হয়তো ব ান্ধবীর বাড়ি গেছে। পরক্ষণেই মনে হল না--তা তো হতে পারে না। তাকে না বলে শম্পা কোথাও যায়নি। ছুটে গিয়েপাশুড়িমাকে জিজ্ঞেস করল-- মা শম্পা কোথ ায়? তিনি বললেন--সকালবেলা প্রতিদিনের মতো আজ শম্পা দুধ আনতে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর তিনি দেখেন নি। তাদের বাসা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে শ্য ামবাজার মোড়ের কাছে বড় গলিটার মুখে হরিণঘাটার দুধের যে সেন্টারটা আছে সেখানেই রোজ সকালে গিয়ে শম্পা দুধ নিয়ে আসে। কিন্তু আজ তো শম্পা দুধ নিয়ে আসেনি। গেল কোথায় মেয়েটা? ইতিমধ্যে দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। তমসা রান্না সেরে অন্দরের গেটের কাছে গিয়ে বেশ কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে আসছে। হঠাৎ পরশু দুপুরে পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ির দাওয়ায় এলোমেলোভাবে বসে তমসার মনে হল শম্পা বোধ হয় ওর দাদার সঙ্গেই কোথাও গিয়ে থ াকবে।

চৈত্র বৈশেখের এই দুপুরগুলো যেন কাটতে চায় না। পুরোনো বাড়ির ছোট্ট এক চিল্‌তে উঠোনে কয়েকটা ভেজা কাপড় শুকোচ্ছে। এক পাশে ডাঁই করে এঁটো ব াসনের পাঁজা পড়ে আছে করপোরেশনের জল আসার অপেক্ষায়। তমার কৌতূহলী চোখ দু'টো পুরোনো স্যাঁতসেতে উঠোনের আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে পাক খ াচ্ছে কিন্তু এই মুহূর্তে চোখের সঙ্গে মনের কোন মিতালী নেই। কত পুরোনো স্মৃতি ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে-- সেই একবার যখন ওরা বিয়েরপর বকখালি দু'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট ছেলে বকখালির সমুদ্রে স্নান করতে করতে চোরা বালির মধ্যে পড়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। ওর বাবা মা চিৎক ার চেঁচামেচি করছিল কিন্তু ওকে তুলতে পারছিল না। সেই সময় সেখানে রায়ান না থাকলে যে কি হত--ভাবতেই পারছে না তমসা। রায়ান ওর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে হেঁচকা টেনে ছেলেটিকে বাঁচায়। ওর ধনী বাবা কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে বায়ানকে মোটা টাকার চেক্‌ কেটে দিয়েছিল। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল মুখটা দপ্‌ করে নিভে কালো হয়ে গিয়েছিল রায়ানের। চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠেছিল। গম্ভীর স্বরে বলেছিল-- 'আমি বকশিস্‌ নিই না।' স্বামী গর্বে গর্বিতা তমসা। এত অভাব অনটনের মধ্যেও আদর্শকে বজায় রেখে, সংসারের জন্য কত কীই করছে। এমন জীবন সঙ্গী পেয়েছে বলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। আর একদিনের কথা ওর মনে পড়ছে। সন্তুর সেদিন খুব জ্বর ছিল। টাকার অভাবে ডাঃ সেনকে 'কল' করতে পারছিল না। এদিকে পার্ট টাইম দোকানের কাজ সেরে রাত ১১টায় সময় রায়ান বাড়ি ফিরে তমসাকে বলেছিল---তমা দেখ, মালিকের কি ভুলো মন? আজ ক্যাশবাক্সের চাবিটাই দোকানে ফেলে গেছে। সন্তুর অবস্থা দেখে তমাই রায় ানকে বলেছিল--' শোন, তুমি এক্ষুণি দোকানে একবার যাও, ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য কয়েকটা টাকা তুমি নিয়ে এসো। পরে মালিককে দু'জনেই আমরা বুঝিয়ে বলে আস্তে আস্তে টাকাটা শোধ করে দেব'। গম্ভীরভাবে রায়ান বলেছিল, 'ছিঃ তমা, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে একথা বলতে পারলে! সন্তুর যা হয় হবে, কিন্তু এভাবে চিকিৎসা করা যাবে না।' সারাটা রাত রায়ান সন্তুর কাছে বসেছিল। মাঝে মাঝে জ্বর দেখছিল,জলপট্টি দিচ্ছিল। হাওয়া করছিল। এক সময় তমসা ঘুমিয়ে পড়েছিল। রায়ানের কিন্তু চোখে ঘুম ছিল না। তমার আজ ও সব স্পষ্ট মনে আছে। সে নিজেকে রায়ানের যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু তমা জানে রায়ানের যোগ্য সে নয়। রায়ান অনেক বড় অনেক মহৎ।

দূর থেকে তমা রায়ানকে দেখতে পেল। ছুটে গেটের কাছে গেল। রায়ানের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র। বড় বড় ব্যাগ, প্যাকেট। গেট খুলেই তমা বলে উঠলো--এ সব কাদের? কোথা থেকে আনলে? রায়ান মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল--'তমা, তোমার রান্না হয়ে গেছে? ব্যাগে মাংস আছে, স্নান সারতে সারতে রেঁধে ফেলো।' তমার কোন প্রশ্নের উত্তরই এই মুহূর্তে 'ও' পেল না। রায়ানের উস্‌কো খুস্‌কো চুল, কোটরগত চোখ, শুকনো মুখ দেখে তমার মনটা দুঃখে ভরে উঠল। রায়ান ক্ল ান্ত ভাবে জিনিসপত্র নামাতেই তমা বলে উঠল--শম্পা কোথায়? ও তোমার সঙ্গে যায়নি? রায়ান অন্যমনস্ক ছিল। প্রথমটায় শুনতে পায় নি। পরে চমকে উঠে বলল- -শম্পা! শম্পা কোথায় আমি কি করে বলবো? কেন ও বাড়িতে নেই? তমসার কাছে সকাল থেকে শম্পাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে--হতভম্ব হয়ে গেল রায়ান। কি করবে বুঝতে পারল না।

রিদ্‌ম রোবাবারের দুপুরে ঝোল-ভাত খেয়ে পাশের বাড়ি থেকে খবরের কাগজ এনে পড়ছিল। বৌদিকে ছুটে ঘরে ঢুকতে দেখে হতচকিত্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করল-- কি হয়েছে বৌদি?

তমা চিৎকার করে বলল, শম্পা কোথায় জানো? না, তো। কেন বাড়ি নেই? না, সকাল থেকে তো দেখছি না। আমি ভেবেছিলাম ওর দাদার সঙ্গে কোথাও গিয়েছে, কিন্তু না, দাদা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি এল কিন্তু বোন তো সঙ্গে নেই। রিদ্‌ম ও তমসা দু'জনেই মাঝের ঘরে এসে দেখল রায়ান সব জিনিসপত্র চ ারদিকে ছড়িয়ে হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। রিদ্‌ম চিৎকার কর বলল--দাদা এখন কি হবে? অসুস্থ বাবা দরজার পাশ থেকে ওদের লক্ষ্য করে বললেন--তোরা এখানে ওখানে ওর বান্ধবীদের বাড়িগুলোতে একবার খোঁজ খবরনিয়ে দেখ্‌ নইলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। এ কথা শুনে রায়ানের মুখট া ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। ধপ্‌ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তমার মনে হল ওর মনটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য দৃষ্টিতে রায়ান ফ্যাল ফ্যাল কর চেয়ে রইল। কিছুদিন যাবৎই ঠিক মতো সে খাওয়া দাওয়া করছিল না। রাতে চোখে ঘুম ছিল না। সারা রাত প্রায় জেগেই কাটাতো, মেজাজও খুব ক্ষ হয়ে উঠছিল। যে আদরের ছেলের গায়ে কোনদিন হাত দেয় নি সেদিন হঠাৎ সামান্য আবদারে রেগে গিয়ে ঠাস্‌ করেচড় কসিয়ে দিল।

তমা জানে, বোঝে নিশ্চয়ই নতুন কোন কাজ করার, চেষ্টায় রায়ান উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। তমা অনেকবার জানতে চেয়েছে। কিন্তু রায়ান ধমকে উঠেছে, 'সব কিছু

তোমার জানতে হবে না। কিছু একটা তো করতেই হবে। এভাবে তো চলতে পারে না', আজকের এই কেনাকাটার পেছনে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কথা ভেবে তমার মনটা দুঃখে ভরে উঠেছে। হায়রে, বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে --এই দুঃসংবাদ। রায়ানের তো ভেঙ্গে পড়ারই কথা। 'ও' নিজেই রিদ্‌মকে সঙ্গে করে শম্পার চেনা জ ানা বাড়িগুলোতে খোঁজ করল, কিন্তু না, কোথাও 'শম্পা' নেই। এইটুকু মেয়ে, সবে পনেরো বছর বয়স, গেল কোথায়? তাছাড়া শম্পা দূরের কোন আত্মীয় স্ব জনের বাড়ি চেনেও না। পড়াশুনোয় একেবারেই মাথা নেই বলে এই বয়সেই শম্পাকে তিন বার একই ক্লাসে ফেলে করার জন্য স্কুল ছাড়তে হয়েছে। তবে দেখতে শুনতে বেশ ভাল। এক কথায় সুন্দরী বলা যায়।

মেয়েকে হারিয়ে মা সেই যে ঠাকুরে ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন। আর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খুলছেন না। তমসা এবং রিদ্‌মের একাধিকবার অনুনয় বিনয়ে তাকে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসতে হত। তবে--আহার নিদ্রা তিনি প্রায় ত্যাগ করেছেন। চারদিকে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা।

অসুস্থ বাবা রায়ানকে ডেকে বলেলেন--'তুই একবার থানায় যা, এখন পুলিশের সাহায্যই প্রয়োজন।' থানা পুলিশের নাম শুনেই রায়ান যেন কেমন চম্‌কে উঠল। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'না বাবা, এক্ষুণি থানা পুলিশ করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আমি আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করতে চাইছি।' আরও কটা দিন শুনে, বাবা বললেন--না, না এক্ষুণি যা। আর অপেক্ষা নয়। এরই মধ্যে দিন তিনেক তো কেটেই গেল। কিন্তু বাবা অনেক বার বলার পরও রায়ান রাজি না হয়ে কাজের ছুতে ায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোন উপায় না দেখে তমসাই শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে থানায় গেল। পুলিশ অফিসার মিঃ সামন্ত সব শুনে তিন দিন সময় চাইলেন। এই তিনদিনে তিনি যথ াসাধ্য চেষ্টা করবেন--এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। রায়ান এখন বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকে। তবে কারণে অকারণে মেজাজ খারাপ করে। সেদিন হঠাৎই ছোট ভাইকে রেগে গিয়ে চড় বসিয়ে দিল। তমা বোঝে একে সংসারের অভাব অনটন তারউপর আদরের ছোট বেন নিখোঁজ, এসবর কারণেই ওর মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে অ াছে। আগামীকাল আবার থানায় যাবার দিন। মিঃ সামন্তের উপর তমসার আস্থা আছে। উনি কোন কেসই ফেলে রেখে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক নন।

(৩)

থানায় গিয়ে পৌঁছাতে দুপুরহল। রোদের মধ্যে এতটা পথ এসে শান্তনু চৌধুর একটু বেশি অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে সামনের ঘরের সোফায় ভালভাবে বসিয়ে দিয়ে তমসা একাই ভেতরের ঘরে মিঃ সামন্তের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মিঃ সামন্ত এর দিকে তাকিয়ে বললেন--ও এসে গেছেন বসুন। উনি খুব গম্ভীরভাবে ভ্রু কুঁচকে তমসাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বামীর নাম কি? রায়ান চৌধুরি শুনেই বলে উঠলেন, ও তাই বলুন-- এ যে দেখছি ঘর শত্রু বিভীষণ--আপনার স্বামীর বোন কীড্‌ন্যাপ হয়েছে এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র আপনার স্বামী। অভাবের তাড়নায় আপনার স্বামী স্বভাব ভ্রষ্ট হয়ে কুচক্রি দলেরসঙ্গে হাত মিলিয়ে অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করছে। আর তারই মাশুল দিতে হল ছোট বোন কে। মিঃ সামন্ত বলে চললেন, ইদানীং রায়ান চৌধুরি স্মাগলিং শু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভ াগ্যবশতঃ, স্মাগলাররা তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি। ফলে টোপ হিসাবে ব্যবহার করত। জানা গেছে এদের-ই দু'জন মিঃ চৌধুরীর বোনকে কীড্‌ন্যাপ করেছে। গুন্ড াদের ধারণা ছিল মিঃ রায়ান চৌধুরি কোনভাবেই বোনের ব্যাপারে থানা পুলিশ করতে পারবে না। তাছাড়া ইদানীং স্মাগলিং-এর মোটা টাকা কিছু টাকা ওর হাতে আছে। ফলে বোনকে কয়েকটা দিন লুকিয়ে রেখে, মোটা টাকা হাঁকলে, গোপনে--অপারেশন সাকসেস্‌ফুল হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আপনাদের সহযোগিতায় এবং আমাদের আন্তরিক চেষ্টায় ওরা ধরা পড়ল। আর ওদের সাহায্যেই পুরো স্মাগলিং-এর দলটা আজ আমাদের হাতের মুঠে ায়।

এক নাগাড়ে পুরো ঘটনাটা বলেই মিঃ সামন্ত তমসার দিকে তাকালেন--এবং চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস চৌধুরি, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? ফ্যাক াসে, মুখে, ছল্ ছল্ চোখে তমসা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে বলল--ঠিক আছে। হঠাৎ বাজ পড়লেও তমা বোধ হয় এত বিহ্বল, হতবাক হত না। ধীরে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেশ্বশুর মশাই জিজ্ঞেস করলেন--কি হয়েছে বৌমা? শম্পা কোথায়? তমসা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওর জীবনের একান্ত নিজস্ব ধ্রুবত ারাটি আকাশ থেকে খসে পড়ল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com